প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৫১

প্রকাশক সুনীলকুমার ঘোষ

পপুলার লাইব্রেরী . ১৯৫/১বি বিধান সরণী কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রক প্রশান্ত রায়

মাঝি পত্রিকা-প্রেস . ৭ সুকিয়া রো কলকাতা ৬

মা-কে



কার্ল, তোমার সামনে দাঁড়ালেই

কার্ল,
তোমার সামনে দাঁড়ালেই সারা পৃথিবীটা কথা বলে ওঠে।
কার্ল,
তোমার সামনে দাঁড়ালেই থই থই নদী দুলে দুলে ওঠে।
কার্ল,
তোমার চোখের দিকে তাকালেই আমার বুকে দ্রিমিক্ দ্রিমিক্ শব্দ হয়।

হয়তো আমরা ভালোবাসার ঠিক ঠিক মানেটা জানি না বলেই
গোটা জীবনের চোখ আঁকতে পারছি না
জনসমুদ্রের মিছিল দেখলে আমরা কেউ থির থাকতে পারি না
হাসুয়া চাঁদ বা আকাশের হৃদ্‌পিণ্ড সূর্যের দিকে তাকালে
আমরা কেউ ঢাউস অন্ধকারের স্মৃতিকে বুকে ধরে রাখতে পারি না।

ধনতন্ত্রের ঢ্যাঙা দানবের মাজা ভেঙে যে মজুর আজ ইলিচ-বাহিনী
সাম্রাজ্যবাদের মত্তহস্তীকে খতম করলো যে লং মার্চ
ডলারের আর ন্যাপামের বিষদাঁত ভাঙালো যে চাচা হো-র ভিয়েত কং
কার্ল,
তোমার নিশেন ওদেরই হাতে দুলছে।

আকাশের লালতারার দিকে তাকিয়ে কেবল বলছি আমরা :
ভারতবর্ষ, ষাটকোটি হৃদ্‌পিণ্ড জুড়ে রক্তস্রোত বয়ে নিয়ে চলেছে একটি লক্ষ্যে—
সে আমাদের মুক্তি।
আমাদের রক্তে গর্জমান প্যারী কমিউনের স্মৃতি
সতেরো সালের কামান
সাংহাই-এর আপোষহীন মজুরের রণধ্বনি
হাইফং-এর মুক্তিসেনার সাহস
বলিভিয়া ভেনেজুয়েলার নদীপাহাড়
আর আফ্রিকার বহাল বুক।

শত্রুকে চেনা তো ভীষণ দরকার এখন আমাদের। তার চেয়েও
বেশি দরকার বন্ধুদের খোঁজ করা, তাদের সাদাচোখে চেনা।
হয়তো
অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে শোলাপুর কমিউন বা সাঁওতাল সিপাহী
নৌবিদ্রোহ তেলেঙ্গানার তোলপাড় ছবিগুলো।
হয়তো সেই ছবিগুলো বুকে জড়িয়ে ধরলে বুকে আঁচ পাবে
কিন্তু সব ছবির সেরা ছবি তো আজও আঁকা হোলো না।

ঢ্যাঙা দানবের গোরস্তান তৈরি করবে যে ভারতবর্ষ
বুকের চত্বরে শতশহীদের লালপতাকা ওড়াবে যে ভারতবর্ষ
গলায় ফাঁসির আর গুলির দাগ নিয়ে জাগছে যে ভারতবর্ষ
তার তো তোমার নিশেন ছাড়া আর কিছুই নেই।

সত্যি কার্ল,
তোমার সামনে দাঁড়ালেই জানি না কেন
গোটা পৃথিবীটা কথা বলে ওঠে।

অর্থ

ওরা
কারু জন্য বুলেট আর কারু জন্য রুটিতে মাখন
বরাদ্দ করে।
ওরা
কারু জন্য কারাকক্ষ আর কারু জন্য নীল আকাশ
বাঁটোয়ারা করে।
যে চোখগুলো আলোর ঝলকানি সইতে পারে না মোটেই
ওরা
তারাই।
যে অশুভ ইচ্ছা ওদের জন্ম দিয়েছে মহোল্লাসে
সে ইচ্ছাকে আমরা চিনি, ভালো করেই চিনি।
যে নিরক্ষর সময় ওদের বসিয়ে দিয়েছিলো সিংহাসনে
তার চোখে ছানি কাটছে দিনদিন।

আমাকে সবাই শুধোয়,—
গলায় পা দিয়ে আর কতোদিন চলতে পারবে সেই ইচ্ছে ?
আমার সিধে জবাব : সবই বলতে পারবে মুরোদ।
ঝাউ গাছের ছায়া দুলছে মাটিতে,
একটা বিশেষ সময়েই সে ছায়া মিলোবে।

ওরা
কারু জন্য ভুখা আর কারু জন্য ভোজসভার
আয়োজন করে চলেছে
ওরা
কারু জন্য নেংটি আর কারু জন্য দামী পোশাকের
ব্যবস্থা করেছে
এর একটাই অর্থ : অনিবার্য সংগ্রাম।

অসম্ভব

অসম্ভব। কে বলেছে রণে ভঙ্গ দেবো?
নপুংসক কাপুরুষ কেবলই তা পারে।
ছোঁ মেরে নিলেই হলো? অতো সস্তা নয়
আগুন এখনো খেলছে সব মরা হাড়ে।

পরাজয়? অসম্ভব। মানি নে দানব
আমরাই কালজয়ী অমর মানব
কাবু নই কোনোকালে, হই নি ঘায়েল;
হৃদয়ের কাছে ভোঁতা পিস্তল রাইফেল।

ফেরেস্তা কোথাও নেই উদোম আকাশে
অসম্ভব পরাজয়। উলুখাগড়া নই
আপাদমস্তক রোদে ডুবে আছে দিন
শত্রুবুকে মরণের কাঁপন দেবোই।

লড়ে যাচ্ছি। লড়ে যাবো। রক্তাক্ত সময়।
আমাদের অভিধানে নেই পরাজয়;
অসম্ভব। কে বলেছে রণে ভঙ্গ দেবো?
দেখে নিয়ো এই বিশ্ব পুরোটাই জয় করে নেবো।

না পারি তো মিছে হবে কালজয়ী নাম
এতো ঘাম রক্ত ঢেলে কী তবে হলাম?

নড়ুন

নড়ুন, মশাই নড়ুন
না হলে পথ ছাড়ুন
বাঁকা পথটা বাঁয়ে রেখে
সিধে রাস্তা ধরুন।
ও মশাই
একটা কিছু করুন।

সময় থাকতে নড়ুন মশাই
সময় থাকতে নড়ুন
গাড়ির সামনে ঘোড়া জুতে
লাগাম কষে ধরুন
ছুটুক ঘোড়া কদম কদম
বুকটা উঠুক নড়ে
সাহস যদি কথা বলে
আঁধার যাবে সরে।

গাছের পাতা নড়ছে দেখুন
নড়ছে বাস ও ট্রাম
নড়ছে মানুষ সময় মিছিল
কতো না দেখলাম
ঘড়ির কাঁটা নড়ে চড়ে
বুকের মধ্যে নড়ুন
পাড়া বস্তি গেরাম নড়ে
মশাই, একটু নড়ুন।

ভাবছেন কি ? বুলেট বিপদ ?
অথবা জেলখানা ?
অথবা এক মিত্যু এসে
হঠাৎ দেবে হানা ?
ও মশাই
আপনি মানুষ না পায়রাছানা ?

আমি যখন লিখি

আমি যখন প্রেমের কবিতা লিখি, তখন কেন জানি না
জোয়ার আসে গাঙে।
আমি যখন ঘৃণার কবিতা লিখি, তখন অবাক হয়ে লক্ষ্য করি
আহত পশুর মতো ছটফট করে কালো মেঘ
আমি যখন রৌদ্রের কবিতা লিখি, তখন হঠাৎ
হতাশা আর কুয়াশা কুঁকড়ে কুঁকড়ে মরে।

এই পালটাপালটি একনায়কত্বের যুগে, আঁধার থেকে আলোকে পৌঁছুবার যুগে
এ কালের যন্ত্রণাহত কবিরা
প্রেম, ঘৃণা আর রৌদ্র নিয়ে বুনছে দিনরাত্রির পোশাক।
এই উথালপাথাল সময়ের রাজপথে
বিশাল বুক নিয়ে কবিরা হেঁটে চলেছেন দুঃসাহসে।

আমি যখন উত্তরপুরুষের জন্য গান লিখি সারারাত জেগে
এবং ডুব দিই আলোর সমুদ্রে
আমি যখন স্যাঁতসেতে ঘরে আশার ফুল ছড়াই
তখন সাতটা নরক একসঙ্গে তাকায় জুলজুল করে।

আমি যখন স্বপ্ন দেখি, ছবি আঁকি উর্বরতার সফলতায়
দোলনা দোলাই মায়েদের চোখে শিশুদের বুকে
আমি যখন সান্ত্বনা দিই সাহস দিই বুকখালি প্রহরকে
তখন, কেন জানি না
স্বপ্নের মধ্যে মুখ তোলে এক শস্যপূর্ণা অমর পৃথিবী।

উত্তরাধিকারী

একদিন জেনে যাবো, আমরাই এ ভূমির উত্তরাধিকারী
জেনে যাবো এই মাটি তরুলতা নদী ক্ষেত কল
রক্ত ঘামে সব শস্য যা ফলালাম, যা বেদখল
সব আমাদের।
প্রেমিক তাকেই বলি, যার হাতে জ্বলতে দেখি মুক্তির মশাল
মহানদী তার নাম যার যোগ সাগরের সাথে
এও জানি তৃষ্ণা সব মিটে যাবে আজ নয় কাল।

তেমন দিনের জন্য লিখে রেখে যাই
কল্পনা স্বপ্নের ছবি করেছি খোদাই
যৌবনের নেই কোনো বয়সের মাপ
ভালোবাসলে পেতে হবে বুকেতে সন্তাপ
জেনেই নিশেন ধরি, লড়ি, মরি, শান্তির আশায়
রক্ত প্রেম স্বপ্ন শুধু পৃথিবী নাড়ায়।

জীবন-সম্ভব আলো পৃথিবীর বুক ছোঁয়, ছুঁয়ে যায় তাকে বারবার
ইচ্ছাকে বৃষ্টির মতো স্বাধীনতা দিয়ে বলি : মেদিনী তোমার।
বেঁচে থাক স্নেহমায়া আজকাল পরশুর অন্দরমহলে
ভয়টাকে গোর দিয়ে হামেশাই সবুজেরা পথ কেটে চলে।

শেষযুদ্ধে জয়ী হবো—ততোকাল ভূখা জেল মেঘ ঝড় মিসা ডি আই আর
মড়ক সন্ত্রাস বন্যা পোহাতে অনেক হবে, অবশেষে একদিন ভরবে খামার ;
সেইদিন বলে দেবো, আমরাই এ ভূমির উত্তরাধিকারী
জেনে রেখো, পৃথিবীকে আমরাই রক্ত দিতে পারি।

পাথরের ছবি

আমার জনৈক বন্ধু দেবব্রত সেন মাঝে মাঝে আসতেন
প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করতে
আসলে, যাদুঘরের দিকে আমার তেমন কোনো টানই ছিলো না কোনোদিনও
আসলে, মাটি খুঁড়ে ইতিহাস খোঁজা ইত্যাদি টিত্যাদিতে
ইদানীং বেশ ভয় হয়।

মাটি খুঁড়লেই মনে পড়ে, তেইশটি কঙ্কাল যেন শুয়ে আছে কাছে।
ধাক্কা মারে স্মৃতি। একাত্তর সালে ওরা খুন হয়েছিলো।
কোনোটির মাথা নেই, কোনোটির হাত নেই, পা বা বুকের পাঁজরায়
দীঘল ক্ষতের দাগ
মাটি খুঁড়লেই মনে হয়, যেন সেই তেইশটি কঙ্কাল
যন্ত্রণা ছড়াতে ছড়াতে
গুণ্ডাশাহী সময়ের সাইরেন বাজায়।

দেবব্রত সেন আসেন হয়তো সন্ধ্যায় কিংবা আটটার সকালে।
চোখেনাকে ঠোঁটে ও কপালে
ছুঁয়ে আসে প্রশ্নের মিছিল ;
হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে জল কিছু পাওয়া যাবে কিনা
অথবা প্রেম অথবা সান্ত্বনা
অথবা এক আশ্চর্য আকাশ
মাঝেটাঝে ভাবেনটাবেন। কিন্তু তারও চেয়ে
একটি ইঁটে পদ্ম আঁকা দেখলে তিনি অনায়াসে বেশ অনায়াসে
সুখী হন খুউব।

একদিন বল্লেন আমায়, চলুন না ঘুরে আসি কাছাকাছি
ভাঙা এক মূর্তি পাওয়া গেছে
অনুরোধ এড়াতে না পেরে পড়ন্ত বিকেলে
গেলাম সেখানে।

মূর্তি সত্যিই ভাঙা, কার মূর্তি বোঝা হলো দায়।
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি দেখলেন মূর্তিটাকে। পাথরের ছবি।
অসমাপ্ত রেখে কোনো শিল্পী হয়তো হঠাৎ
(হয়তো বা অনাহারে হয়তো বা শত্রুর আক্রমণে)
চলে গেছেন শিল্পকর্ম ফেলে
বোঝা যায় এইটুকু।

দেবব্রতবাবু সময়কে দেখেছেন কি এতটা খুঁটিয়ে
যেমন দেখলেন তিনি
অসমাপ্ত পাথরের ছবি ?
দেখেছি আরেকজনা দৃষ্টিহীন তাই
হাত বোলালেন মূর্তিটাতে
যেমন অন্ধপিতা
হাত বোলান জাতকের গায়ে।
তিনিও সময় ছুঁয়ে এগোলেন আঁকাবাঁকা পথ
শেষকথা, সময়কে তিনিও কি দেখেছেন কোনোদিন
অমন খুঁটিয়ে ?

মাটি খুঁড়ে যদি কোনোদিন পাওয়া যায় হারানো সময়
ইঁটের ফলকে আহা হাজার পদ্মকে
মাটি খুঁড়ে যদি পাওয়া যায়
এক কালের গর্জমান নদী, গঞ্জগামী বাণিজ্যের নাও
অথবা এক রূপালী প্রাচীন নগরী
এবং তেইশটি প্রাণের সেই জ্বলন্ত ইচ্ছাকে
তখনো কি পাথরের ছবি
কোনোদিন গাইবে কি সময়ের বুকভাঙা গান ?

আচ্ছা সেনমশায়, আমাদের জীবনের কতো অসমাপ্ত ছবি
পড়ে আছে এই দেখুন ভাঙা মেঝে উঠোনে দাওয়ায়

তাদের পুরো আদল দেওয়ার কাজ তো
ঐতিহাসিক
অথচ, হায়, এখনো আদল পুরো দেওয়াই হলো না।

বুক খুঁড়লেই বেদনা
আর
মাটি খুঁড়লেই পাথরের ছবি
যদি পাওয়া যেতো মশায়
পাঁপড়ি মেলা আশা
ভুবনটা খুঁড়ে ফেলতাম একরাতেই।

দেবব্রতবাবু,
অতো খুঁটিয়ে খুটিয়ে কী দেখছেন এখন
সময় না পাথরের ছবি?

আমার মা

বুকের দুধ ফুরিয়ে গেলে মা মারতেন দুঃখে রাগে আমায়
যে হাতে মা লালন করেছেন
সারাটা দিন হাড়খাটুনি খাটতে গিয়ে বিছেনাসই হতেন
ফোটা ফুলের আদর দিয়ে ঘুম পাড়াতো মা
সেই মাকেই ভরদুপুরে ঝড়ের রাতে শীতের ভোরে আমি
ডেকে ডেকেও সাড়া পাচ্ছি না।

মা ধরেছেন চিরকালই ভাঙা আকাশ, ভাঙা দেশের বুক
চিরটাকাল মা বেঁটেছেন সুখ
নিজের কাছে রাখেন নি তো কিছুই
আকাল এলে শক্ত বুকে ব্যস্ত দেখেছি
ভাতের থালা ফ্যানের বাটি শাকসেদ্ধ যা
বিলিয়ে দিতে উজাড় হতে ব্যস্ত ছিলেন মা।

নক্‌সা কতো আঁকতে আমি দেখেছি সেই মাকে
মা আঁকতেন লতাপাতা ফুল সূর্জ্য চাঁদ
সারা উঠোন জুড়ে আঁকতেন পা
রাগ করলে পিঁড়ির 'পরে এঁকে দিতেন চোখ জুড়োনো ছবি
বুকে টেনে বলতেন মা, জাদু
রাগ করতে নেই, ছিঃ
মার কাছেই ভালোবাসার শিক্ষা নিয়েছি।

বাদলা দিনে মেঘের দিনে আকাশ ভারী হলে
মা রাখতেন সারাটা রাত আগলে আমাদের
বাঘের ছায়া ঘরের মেঝে পড়তে দেখলে মা
তুলনাহীন সাহস দিয়ে রুখে দিতেন ভয়
সেই মায়ের হাতের ছোঁয়া সারাটা বুক জুড়ে
অনুভবের পাতা নড়ছে সবসময়।

মাগো, আমার আকাশ জুড়ে তোমারি দেখি মুখ
মাগো, তোমার গানের কলি এখনো আঁকে সুখ
এক অজানা দুঃখ কেবল বুকের তলদেশে
ঘুমিয়ে থাকে অতৃপ্তিতে, কেউ তা জানে না
তোমার ছবি চোখে এঁকেই হাঁটছি সারাদিন
এতো ডাকি, তবু তোমার সাড়া পাচ্ছি না।

বুকের আগুন

বেইমান সুড়ঙ্গ কাটছে, সামাল হো, সাবধান পুরবাসী সব।
দমদম এয়ারপোর্টের সার্চ লাইটের মতো আমি সারারাত জেগে জেগে
শত্রুর আনাগোনা লক্ষ্য করছি
ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিয়েছি
কোনো দমকলই এলো না বুকের আগুন নেভাতে।
বিজ্ঞানীরা বলছে, তুষারযুগ নাকি এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে
সূর্য নাকি একদিন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে চিরকালের মতো
জ্বালানী কয়লার আয়ুও নাকি আর বেশিদিন নেই
আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ হলেও হতে পারে,
এমন কতো সংবাদ খবরকাগজের পাতায় দেখছি
টেলিপ্রিণ্টারে ভেসে আসছে দুনিয়াজোড়া খবর।

দিনকাল পালটে যাচ্ছে। হেমন্ত উধাও এদেশে।
অথচ হেমন্ত ছাড়া আমরা ভাবতেই পারছি না
কী করে বেঁচে থাকতে পারে একটা রক্তমাংসের শরীর।

সম্প্রতি মাদার টেরিজা শান্তি পুরস্কার পেলেন, ওঁং শান্তি দীর্ঘজীবী হোন।
সীমান্তে সীমান্তে চলছে ঠাণ্ডা যুদ্ধের মহড়া
আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে শিশুবর্ষে না নারী না শিশু কেউ-ই রোদ্দুর পেলোনা
একছটাকও
রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো দৌড়ুচ্ছে ইদানীং সময়।

আমাদের যন্ত্রণাগুলোকে ধরে রাখতে পারে এমনকোনো ক্যামেরাম্যান
হাতের কাছে নেই
তাহলে দেখাতে পারতুম কী গভীর জ্বালা বুকে ধরে আছি
দীর্ঘস্থায়ী লোডশেডিং-সন্ধ্যায় এককোটি দশলক্ষ মোমবাতি জ্বলছে
গলে গলে যাচ্ছে মোমবাতির শরীর
আর দিন দিন বাড়াচ্ছে আমাদের বুকের ঘা

ডালহৌসীতে ভূমিকম্প হচ্ছে প্রতিদিন বেকারদের ধাক্কায়
আত্মহত্যার খবর আসছে অহরহ
পুরুলিয়ার খরাকেও হার মানিয়ে
হা হা করে হাসছে ঠাঁটবুনোন চাতুর্য
আর ভোটের তাবিজ বেঁধে গঙ্গানাম জপছে
বাহাত্তুরে গণতন্ত্র।
ক্ষুধিত চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন একবার।
গুহা গুহা গ্রাম
বিড়ির আগুনের মতো জ্বলছে আরেক আগুন চোখের কোটরে
হাজারদুয়ারী শোষণের শেকড় চারিয়ে আছে
ব্রহ্মপুত্র থেকে সুবর্ণরেখা
হিমালয় সমতল থেকে কন্যাকুমারিকা।

আহা, আসুক এমন দিন যখন আকাশে
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়বে খুশির মেজাজে !

আচ্ছা, বলুন তো,
বিংশশতক ফুরোতে আর কটা বছর বাকি ?
ক্যাপসুল রকেটের যুগে আমাদের অনুভূতিগুলি যেন তেজী টগবগে ঘোড়া
তার চেয়ে ধারালো মনন
বলতে পারেন, আরো কটা বর্ষাঋতু পেরিয়ে আমরা
ভরা ফসলের মাঠে গা ডুবিয়ে দেবো
বলতে পারেন, আর কটা বসন্ত পেরিয়ে আমরা
পৃথিবীর দশপ্রান্তে রোদ মেখে দেবো ?

একবার সবাই দেখুন,
কী যন্ত্রণা বুকে ধরে আমরা আজ বেঁচে আছি দেশে।

আমার চারদিকে

অনেক মৃত্যু পেরিয়ে জীবন পেয়েছি।
ঘরে, সদরে অন্দরে
মরণ যেন ও'ত পেতেই আছে ; তাক করে আছে
শিকারীর মতো, ফন্দি অ'াটছে।
এতো করেও জীবনকে জব্দ করতে পারলো না নচ্ছার মরণ।

আমি কোনোদিনও প্রসবযন্ত্রণায় অধীর কোনো নারীকে দেখি নি।
সৃষ্টি যে কতো মহৎ, সুন্দর এবং যন্ত্রণার
নিষ্ঠুর এবং বিপ্লবী
এবং সদ্যোজাত শিশুর মতো পবিত্র
আমি আজও তার আদল দেখলাম না।

প্রচণ্ড অস্থিরতায় আমি টুকরো টুকরো হচ্ছি
আবেগে উত্তেজনায় কেবল থরথর করে কাঁপছি
এক তাল সন্দেহ চোখের সামনে দুলছে
আবার
কী আশ্চর্য, প্রেমিকার মুখের মতো ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে
আগামী।

কতো রাত জেগে জেগে যে ভোর হলো, আকাশ ফর্সা হলো
আবার সেই ভোর দীঘল হতে হতে রাতের চিবুক ছুঁলো
গড়ালো দিন মাস বছর
পাখি গান গাইলো
ফুল ফুটলো
গাই হাম্বা হাম্বা করলো
মিছিল কুচকাওয়াজ করলো
তার তো শেষ নেই, সীমা নেই।

আমার চারিদিকে ঘিরে আছে পরিচিত বন্ধুরা। আমি সবাইকেই চিনি।
আমার বন্ধুরা ছড়িয়ে আছে দুঃখে নুইয়ে পড়া লাঙল নিড়ানির গাঁয়ে
লোহালকড়ের কলে, বস্তির নোংরায়, ব্যানার পোস্টার মিছিলের ভিড়ে।
আমার চুপসে যাওয়া ফুসফুস আশায় ভরে ওঠে যখন দেখি
পুলিশের লাঠির সামনে দাঁড়িয়েও
স্বপ্ন দেখতে পারে আমার বন্ধুরা
জেলের অন্ধকার ঘরে ধুঁকতে ধুঁকতেও আলোর নিশেন পায় বন্ধুরা
পেট চনমন জ্বালায় খেপে গিয়ে গুলির সামনে দাঁড়াতে পারে বন্ধুরা
শোষণের জ্বালা ভুলেও হৃদয়ের উত্তাপ দিতে পারে সেই বন্ধুরা।

ব্যাণ্ডেজ বেঁধে উজ্জ্বল দিনগুলো এখন থমথমে মুখ নিয়ে
কেবল ভাবছে আর ভাবছে
অনেকগুলো কিন্তু অথবা তারপর যোগ করে
শিরা উপশিরা পেশী রক্তকোষে ক্ষিপ্রতা ছড়িয়ে :
'আরো নতুন নতুন ছবি আঁকতে হবে আমাদের
যা কোনদিন কেউ আঁকে নি এদেশে।
সাহস হয়নি কারো।'

আমি প্রাণভরে দেখছি—
এমন একটা আবেগের নদী আমাদের রক্তে রক্তে
উদ্দাম হয়ে উঠছে।

সম্প্রতি পুলিশ খুঁজছে

সম্প্রতি পুলিশ খুঁজছে সেই ফেরারী ভাবনাকে।
অভিযোগ : রাষ্ট্রদ্রোহিতা।
দেশকে ভালোবাসাই নাকি এদেশে অপরাধ
শিরটান করে হাঁটাটাই নাকি এদেশে অপরাধ
অপরাধ
মানুষকে ভালোবাসা
অপরাধ
মানুষকে জাগানো
অপরাধ
জী হুজুর বলে কুর্নিশ না করার অহংকার।

গোয়েন্দা রিপোর্ট শুধু মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে···

পইপই করে বলেছিলাম, বাপু যাস্‌নে বিরোধী রাস্তায়
শুনলো না কেউ
যেন ভাবখানা এই, মৃত্যুও ঢের ভালো যদি দেয় পউষের ধান
যেন বলতে চায় ওরা
তুমি পারো ঘরকুনো হতে, কিন্তু আমরা পারি না।

লম্পটের মতো টলতে টলতে উন্মত্ত দিনগুলো ইদানীং
ভাদ্রের কুকুর
স্বাধীনতা বোঁটা থেকে খসে পড়া বটপাতা যেন
গণতন্ত্র বেসামাল ট্রাফিক।

চোখ মেললেই স্পষ্ট দেখা যাবে
ছাপোষা উঠোনে চিলতে রোদ ওয়ারেণ্ট মাথায় নিয়ে ঘুরছে
দ্যাখো
ফাঁপা দেওয়ালের মতো ঢবঢব করছে প্রাচীন বুকের খাঁচা
ঝড়ো হাওয়ায় ঘরের চাল গিয়েছে উড়ে
ধানের গাছগুলো মাঠে পড়েছে এলিয়ে

গাছের বউল অনেক মাটিতে গেছে ঝরে
হাঁসের খোপের মতো মানুষগুলোকে আটকে রাখার জন্য
আরো জেলখানা তৈরি হচ্ছে
বাজেটের অঙ্ক বাড়ছে
দেশকে গিল্টি সোনায় মুড়ে দেবার জন্য
তাজা তাজা যুবকের লাশ পথে পথে ছড়ানো হচ্ছে
দেখতেই তো পাচ্ছো
গুমোট ভাবনাগুলোকে
হ্যাণ্ডকাপ বেঁধে পাঠানো হচ্ছে সাজানো বিচারশালায়
কবে দেখবো বলো তো
রাত্রির মরামুখ পড়ে আছে ভোরের টেবিলে ?

চুলের ফিতের মতো কোনো এক দুর্বলতা তির তির নড়ে
এতোটা ভালোবাসার তাপ না নিলেই কি নয় !
ছি ছি ছি
দুর্বলতা নিয়ে ঘর করছো আজও ?
চোরাবালির মতো দুর্বলতা
যখন তখন ডোবাতে পারে তোমাকে
তোবড়ানো গালের মতো অতীত স্মৃতি নিয়ে বসে আছে
আঁচ দেয়া উনুনের মতো
মুখ থেকে গলগল করে ধোঁয়া বার করে দিচ্ছে
বর্তমান।
দ্যাখো,
পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসছে
অশ্বের বেগে প্রতিজ্ঞার আরক্ত সময়
স্টীল প্ল্যান্টের গলানো লোহার তাপে রাঙাচ্ছে আকাশ
নদী-ঢেউঢেউ জনমিছিলে
দুর্বার হচ্ছে বাঁচার নিশানা···

অনেক ভাঙাবুকের দীর্ঘশ্বাস বয়ে নিয়ে
অনেক চোখের জলের গাঙ পেরিয়ে
অনেক ভরন্ত দুপুরের গাছের ছায়া ছুঁতে ছুঁতে
ধ্বংসস্তূপের ওপর পা ফেলতে ফেলতে
একদিন
রক্তপিচ্ছিল পথে
এগিয়ে আসবে বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর মতন
এককালের পাথরচাপা মানুষ

এসব ছবি চোখে এঁটে ফেরারী ভাবনাগুলো
সারা দেশে ঘুরছে বলেই
জহ্লাদদের বড়ো রাগ
সম্প্রতি পুলিশ খুঁজছে তাই ফেরারী ভাবনাকে—
অভিযোগ : রাষ্ট্রদ্রোহিতা।
অপরাধ : মানুষকে জাগানো।

আপনারাই ভাবুন, আমাদের ভাবনাগুলোকে গোয়েন্দার তামাটে চোখ কি
মোরগের মতো খুঁটে খুঁটে খেতে পারে ?
বলুন না সত্যি করে
বাজে পোড়া গাছ কবে ফুল ফোটাতে পারে ?
মনোহারীদোকানের মতো সব-পাওয়া-যায় এমন মানুষের সন্ধান চাই না
বা গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডারের মতো সময়
আমাদের হাতে নেই কোনো আলাদিনের পিদিম
অথচ আমাদের সবারই ইচ্ছে
ভাত জলের অভাব মিটুক
ন্যাংটো অভাবটা লজ্জা মেটাক
মায়েরা আহ্লাদ করুক ছেলেমেয়েদের নিয়ে সোয়াস্তিতে
ভাঙা আকাশটা জোড়া লাগুক
কেনার ক্ষমতা বাড়ুক জনগণের
কাজ বেকারদের পেছনে ছুটুক

আর সমৃদ্ধ হোক সমাজ।
শুধু শোক পালনের জন্য বেঁচে থাকা অসম্ভব
চিরকাল খবরকাগজের খবর হয়ে ফুরিয়ে যেতে চাই না
দ্বন্দ্বে ঘর্ষণে বিরোধে, প্রয়োজন হলে রক্ত দিয়ে
আসুন, খবর বানাই নতুন যুগের
যে খবরের প্রথম লাইনে লেখা থাকবে :
মুক্ত দেশ, মহান জনগণ গড়লো নতুন ইতিহাস।

বুঝলেন ভায়া,
দস্যুর মাজা ভাঙতে চাইবেন
অথচ গোয়েন্দা পাইক পেয়াদা আপনাকে খুঁজবে না
সে কি হয়!

যেইদিকে চাই

যেইদিকে চাই এক পিপাসার এক যাতনার বুকের ধ্যান
দখিন বাতাস সঙ্গে নিয়েই আসবে নাকি আবার তুমি
মাটির সঙ্গে লেপটে থাকার সুখ অনুভব সেই তো জানে
গভীর ব্যথার মর্ম কী যে, মাঠবরাবর নিবিড়ছায়া
এই উঠোনে অনেক যুগের আবর্জনাই স্তূপীকৃত।

কে দেবে আমায় হারানো গানের পাণ্ডুলিপি চমকঠাসা
কেন যে দাপায় আকাল দেশের সম্ভাবনার জাতক শিশু
হা জননীর যন্ত্রণা কী পবিত্রতার জন্ম দেবে
ইশ্ কী নিঠুর হত্যাকারীর বধ্যভূমির উঠোনে আছি!

কোন্ একান্ত জাগলে বাসনা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নামে পবিত্রতা
হায়রে কেবল কেবল শুখায়, বৃষ্টি বৃষ্টি কোথায় পাবো
খরার মুলুক, কোন মণীষায় তেষ্টাপিয়াস মিটতে পারে
খুবলে খাচ্ছে থাবার নখর, নেকড়ে হায়না কানুন গড়ে।

এই দ্যাখো না অন্ধকারেই আয়ুর পুঁজি খুইয়ে দিলাম
ভূমণ্ডলের দৃষ্টিপুরুষ সুজ্যি কেমন বহাল সুখে
কী ফুল ফুটছে বাগানজুড়ে, কী যায় আসে আমার তাতে
বুক যে শুখায়, মিলবে কোথায় আঁজলাপানির ঠিকঠিকানা
আমার বুকের গভীরকোণের অস্থিরতার চিকচিকচ্ছে কই?

সেইদিন আটাত্তরে

সূর্য, তুমি হেরে গেছো সেইদিন আটাত্তরে এই বাংলায়
বাংলাদেশ কোনদিন হারতে জানে না
রুখে ছিলো বুক পেতে শতাব্দীর বান
সমীরণ প্রাণ দিলো শহীদের মতো
আমরা সবাই মিলে জাগবার গান
গাইলাম দেশ জুড়ে। জেগেছি আশায়
সূর্য, তুমি হেরে গেছো সেইদিন এই বাংলায়
বিশ্বাস কতো যে বড়ো সেইদিন বঙ্গভূমি দেখালো ভীষণ
জল থই থই দেশে শুধু বাঁচবার সাধ
গোটা দেশ জাগে যেন প্রতিজ্ঞা অগাধ
যে শিশু জন্মালো বানে সূর্য তাকে সেইদিন দেয় নিকো আলো
তবু বাঁচে সেই শিশু জননীর স্নেহের পরশে
সূর্য, তুমি হেরে গেছো আমাদেরই কাছে।

হেরে গেছো, সূর্য, সেই আটাত্তরে : বিজয়ী মানুষ
বাংলাদেশ কোনোদিন হারতে জানে না
বাংলাদেশ পরাজয় ভাবতে পারে না
তেভাগার দিনে কিংবা সন্ত্রাসের দিনে
রক্তাক্ত হয়েছি আমরা তবু শঙ্কাহীন
সূর্য, তুমি হেরে গেছো বাংলাদেশে আটাত্তরে সেই একদিন।

একতা একেই বলে। মরণের মুখোমুখি বাঁচার একতা
বাংলাদেশ দেখালো তখন
ধর্মঘটে হরতালে মিছিলের রাজপথে ফসলের মাঠে
বাংলাদেশে দেখা দেয় নতুন জীবন
এ কেবল সেই পারে যার আছে আমরণ লড়াকু মেজাজ
প্রতিরোধে এই ভূমি শঙ্কাহীন চিত্ত নিয়ে বেঁচে আছে আজ।

ছুরি

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি ঠিক ভারতবর্ষে কিংবা এই পশ্চিমবাংলায়
বেঁচে আছি কি না।
মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা কি হারিয়ে ফেলেছি
রক্তের ঠিকানা ?
নতুবা এখনো কেন আমার ভাইয়ের বুকে আমূল ছুরিটা
বসায় ঘাতক
ধর্ম নিয়ে হল্লা করে, হরিজন খুন করে, আলীগড়ে পিপড়ায়
এখনো ঘাতক।

আমি ভাবতেই পারি না এমনদেশেই আহা জন্মেছিল নানক কবীর দাদু
রবীন্দ্র লালন
আমার স্বপ্নের দেশে বিষমাখা ছুরি কতোবার
রূপ নিলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর দাঙ্গার ধরন
মোহনচাঁদও গিয়েছিলেন নোয়াখালি বেলেঘাটা, আরো কেউ কেউ
ধর্মের জিগির তুলে ননী সব খেয়ে গেলো কতো মহাজন,
আমি ভাবতেই পারি না স্বাধীন স্বদেশে
এমনটাও হতে পারে, এখনো কেমন তেজী ধর্মের মাতন।

বড়ো কষ্ট মনে হয়, যখন সহসা দেখি খবরকাগজে
রাম রহিমের রক্ত ঝরছে। প্রিয়ার কানের দুলে অথবা আবেগে
কারো কিছু খাদ ছিলো নাকি ?
কোলের বাচ্চার চোখে কেউ কি আকাশ দেখে
বুঝেছিলো পুরোপুরি এ জীবন ফাঁকি ?
তবে কেন শ্রেণী ভুলে ধর্মের পুতুল হয়ে তুলে নেয় ছুরি
কেন সে বোঝে না আজো, এতো আর কিছু নয়
নিজের সঙ্গে খেলছে বিষের চাতুরী ?

আমরা সবাই জানি, পৃথিবীর গান যতো লেখা থাকবে চিরকাল
মায়েদের বুকে
মায়েরা কি কোনোকালে বলেছিলো রাম রহিম
ছুরি হানবি ভায়েদের বুকে ?
মাঠে চাষী বীজ বোনে, লাঙলের ফলা
বিচার তো করে নিকো জাতপাত কোনো
মজুরের পেশী আহা কোনোদিন বলেছে কি
ঘামে রক্তে ফারাক এখনো ?

তবে কেন ছুরি তোলো রাম রহিম, এতে লাভ কার ?
ছবি ছেঁড়া খুব সোজা, ছবি আঁকতে শিল্পীদের দরদ দরকার।

এই সমাবেশে বলছি

মাননীয় ভদ্রজন, যে-মানুষ আপনাদের সামনে হাজির
তার বুকে আঁকা আছে পদ্মের পুকুর
মাননীয় বন্ধুজন, যে মানুষ আপনাদের সম্বর্ধনা জানাতে এসেছে
কণ্ঠে তার বাঁধা আছে জীবনের সুর
সময়ের পালে লাগছে জোয়ারের দিলখুস হাওয়া
তবুও হতাশা যেন কচ্ছপের মুখের মতন
সন্তর্পণে শুঁকে নেয় মাটি।
দিগন্ত লুকিয়ে গেছে কুয়াশার ভিড়ে
মাননীয় ভদ্রজন, আপনারাই সাক্ষী রইলেন
এই দেখুন আমি আছি ভালোবেসে আপনাদেরই ঘিরে।
আমার কী অসম্ভব ভালো লাগছে আপনাদের কাছাকাছি পেয়ে
কবি ছাড়া জন্ম বৃথা, আপনারাই সময়ের বিশ্বস্ত চালক
তারো চেয়ে বড়ো কথা, জনগণ মুক্তির প্রত্যাশী
বুকের পরতে জমে এক অনুভব
ক'হাজার রাতদিন পেরিয়ে এলাম আমি, কার বুক ছুঁই
যাকে চাই সে তো নেই, তবে কি সমীপবর্তী আশার উৎসব ?

মাননীয় ভদ্রজন, আপনাদেরই বলতে হবে
অশ্বারোহী সুভাষের মূর্তিটাকে ভাঙা হলো কেন ?
বুর্জোয়া বলেই নাকি বিদ্যাসাগরের
দুবৃর্তের হাতে হলো ছিন্ন শির ? কেন ?
স্বাধীনতা ভালোবাসে যে-মানুষ চিরকাল
আততায়ী দেশে তার বন্দীবাস কেন ?
গহন বুকের সোনা যে চায় সোহাগ করে
রাজপথে প্রাণ তার দিতে হবে কেন ?

যে চোখের ভাষা আজও পৃথিবীর কোনোজন পড়তে পারেনি
তাকে জানে কবির হৃদয়
যে সমুদ্রে তল নেই তার খোঁজ পেয়ে গেছে কবির হৃদয়
জন্মের প্রথম ভোরে যে আলো মানুষ পেলো
তার মূল্য ভোলে না মানুষ
যে বেদনা থরোথরো সে বেদনা জন্ম দিল নতুন মানুষ।

ভালো আর মন্দ নিয়ে যারা তর্ক করতে চায়; করুক তারাই
আমি শুধু বলতে চাই এই সমাবেশে
বিশ্বাস করুন, আমি দিগন্তলালিত রৌদ্র বুকে তুলতে চাই
পৃথিবী ডাগর হচ্ছে রৌদ্র ভালোবেসে।

আবেদন

দ্যাখো, এই পৃথিবীটা নড়বে না একচুলও
যদি না গাও গান
শোনো, এই আকাশটা এক পশলাও বৃষ্টি দেবে না
যদি না গাও গান
জননী অভয় দেবে না খোকাকে
যদি না গাও গান
ফুলগুলো আর পাঁপড়ি মেলে না
যদি না গাও গান

বুকে জ্বালাও সূর্য আলো
কবিতা হোক গান
পাহাড় ভেঙে ঝরণা নেমে
কবিতা হোক গান
কারাকক্ষে ফুটুক আলো
কবিতা হোক গান
রুগ্‌ণ মাঠে জাগুক শীষ
কবিতা হোক গান

ঘুম পাড়ানির মাসিপিসি সব পাড়ায় পাড়ায়
প্যানপ্যানানির দিন
এককাঁড়ি লোভ দমকা হাওয়ায় ওড়ে
চোখে বুকে হায় অসতর্কে আঃ ফুটছে যে আলপিন
এবং কানুন জাঁদরেল বুলি
এবং দিচ্ছে শান
বুকেতে জ্বালাও দ্বাদশ সূর্য
কবিতা হোক গান।
জাগাও ঐক্য ভাঙচুর বুকে আকছার নেভে বাতি
পাটকাঠি নয় মেরুদণ্ড কি একপলকায় ভাঙবে

হালসাকিনের খোঁজখবরটা তাজা তাজা রাখছো কি
প্রাচীন দেয়াল ঝুরঝুর করে ভাঙবে

ডালিমকুমার দিনের মরদ তোমায় বলছি শোনো
ফর্সা আকাশ ফুরসত দেবে দিক
নয়ন জুড়ায় দিকদিগন্তে ডগডগে লাল দৃশ্য
জয়ের গল্প হৃদয়ে জন্ম নিক
বুকেতে জ্বালাও দ্বাদশ সূর্য
নদীতে জাগাও প্রাণ
হেমন্ত দিন ফুটুক তাহলে
কবিতা হোক গান।

মাটি ছুঁয়ে বেঁচে আছি

তোমাদের চোখে সেই খরস্রোতা নদী নেই, যেন শান্ত গঙ্গার মোহনা
তোমাদের বুকে বুকে খেলা করে দিব্য এক
পরিপাটি শান্ত ঘর, বড়ো চেনাশোনা,
নাটার পাতার মতো চোখ তুলে চলে যাও, স্মৃতি যেন কাঁঠালের ভুঁতি
তোমাদের বুকে নেই কুমোরের ভাঁটি আর, পারো না বানাতে
আশ্চর্য হৃদয় সেই, যার প্রান্ত কোণে কোণে অফুরন্ত প্রেম।
মাটি ছুঁয়ে বেঁচে আছি। আহা, সেই শিশু হতে যৌবন অবধি আমি
ধুলো ছড়ালেম
সব যদি কেড়ে নেয় দুশ্চরিত্র বাতাসেরা, দাঁড়াবো কোথায়—
এলো না জীবনজুড়ে বসন্তের কোনো দোলা, খুন হয়ে যায়।

কাটাতে হবেই আজ হেমন্তের দ্বারপ্রান্তে, ফেলে কোথা যাবি
ধুতরোর ফল গিলে মৃত্যুঝাঁপ দিবি কেন সময়ের কূপে
ঢোলকলমীর পাতা সীমানা জুড়েই আছে, নেই শালবন
বিধ্বস্ত ভাবনাগুলো উঁকি মারে ইতস্তত চক্ষুদান পাতার মতন
ফুটবে না বাগান জুড়ে টগর মল্লিকা আর ঝুমকোজবা ফুল
নারকেল ছোবড়া জ্বেলে সন্ধ্যারতি দিতে হবে,
দিতে হবে আমাদের অনেক মাশুল।

সারারাত সারাদিন অফুরন্ত ঘাম ঢেলে গুণ টেনে নিয়ে যাচ্ছি
খড়বোঝা দশাসই নাও।
সারারাত জেগে জেগে সহাশীলা তরুলতা কী-প্রশ্নে নিজেকে সাজাও
বাঘা বুই ঘাঁই মারে স্মৃতির পুকুরে
বেড় জালে তুলতে চাই আমাদের স্মৃতিময় অভিজ্ঞতাগুলি
জাল ছিঁড়ে চলে যায় আতঙ্কিত মুহূর্ত কেবল
পারিনা ফোটাতে কেউ ভিজিয়ে বুকমাটি স্নিগ্ধ পুষ্পদল।

তোমাদের চোখে কবে খরস্রোতা নদী ঢেউ জন্ম নিয়ে মাতন ছড়াবে ?
ছায়াসুনিবিড় শান্তি মরেছে, ঐ জ্বলছে বসত, স্মৃতি
মধুমতী ডিঙা নেই, কল্পনার বৈঠা ধরে কে কে আছো পারাপার হবে ?
তেঁতুলের গাছ ধরে কৃষ্ণাচতুর্দশী।
দেবে কি তোমরা কেউ আমার হারানো প্রেম, আশ্চর্য হৃদয় ?
মাটি ছুঁয়ে বেঁচে আছি, মাটি ছুঁয়ে থাকবো আমি মৃত্যুর সময়।

যদি একটু ঠাহর করেন

আপনি যদি একটু ঠাহর করেন, দেখবেন, হালের সব যুবকেরই গলায়
ক্ষুদিরামের ফাঁসির দাগ। এবং সব
যুবতীর মুখেই লতিকা প্রতিভার এক আশ্চর্য মিল।

আপনি যদি একটু ঠাহর করেন, দেখবেন, এক ভূমিহীন ফসলের ব্যথা
সবার বুকে, একবুক কান্না নিয়ে বসে আছে
যার ঠোঁটে অনেক ভাষা,
অথচ যার শব্দ আপনি আমি কেউ-ই শুনতে পাচ্ছি না।

কী আশ্চার্য, দেখুন, সবাই ভাবছি বরফ আর আগুনের কথা।
না জ্বালাতে পারছি আগুন, না গলাতে পারছি বরফ
আমাদের ঘরগুলো দাউ দাউ আগুনে পুড়ে গেছে বহুদিন আগে
হায় হায় করেছি আমরা, ঠেকাতে পারি নি
সর্বনাশ।
কী আশ্চর্য, আজ আগুনই চাই আমাদের এখন
সর্বনাশ অন্ধকারকে তাড়ানোর জন্যেই চাই।

তোপধ্বনি দেবার সময়টাকে বাছাই করবার আগেই আপনি স্মরণ করুন
আপনার বারুদঠাসা স্বদেশকে
আপনার কোটি পড়শীর করুণ মুখ
মিলিত শক্তির জীবন্ত ইচ্ছাকে ;
স্মরণ করুন,
ঘাতকের ছুরি আর বন্দুকের গুলি ছেঁদা করেছে কতোবার
আপনার প্রিয় সঙ্গীদের বুক
রক্ত ঝরেছে মাটিতে
চক্রান্তের বিষ কতোবার নীল করেছে সময় উঠোন পথ।

ঠাহর করুন, দেখবেন, পথে নামলেই আপনার শহীদ সাথীরা
আপনার চলার রাস্তাকে কতো সাফা করে দিচ্ছে।
আপনি নামার আগেও ভাবতে পারবেন না
কী এক আশ্চর্য ঢেউ আপনার রক্তে রক্তে খেলা করতে পারে।

আস্পর্ধা

স্পষ্ট করে বলতে চাই তোকে :
'ভালোয় ভালো যা পালিয়ে যা
অনেক ঘর পুড়িয়ে দিলি তুই
আর না, তুই জাহান্নামে যা।'

বল্লেও সে থাকে আগের মতই,
এতো সাহস পেলো ও কোত্থেকে ?
এতো দম্ভ সহা যে বড়ো দায়।
'যা ভাগ্ যা', আবার বলি হেঁকে।

চাবুকে চুপ থাকবো কত চুপ ?
এবার পালা আমাদেরি বলার
ভুলের কড়ি দিতে দিতেই মলাম
এবার পালা নিশেন তুলে চলার।

বপনহীন আশার মাঠে বুনি
বুকের চারা সবাই দেখে যা
'যাবি না মানে ? যেতে তোকে হবেই'
—পতনমুখে একী আস্পর্ধা !

ব্যাপক খরার দিনে

ব্যাপক খরার দিনে কালজয়ী বাগানের ফুলগুলো তুলে নিতে চাই।
মুষল বৃষ্টির দিনে আমি তো ফোটাতে চাই কাঠফাটা বুক
অন্তরালে কার সাড়া শুনতে পাচ্ছি প্রতিদিন, কে গো তুমি নেপথ্যপথিক
কেবল আমাকে ডাকো, টানো কাছে, বয়সের কাছাকাছি সম্ভাবনাময়
তুমি কি আমার সাথে কুসুম ফোটাতে আসবে,
হে সময় বিক্ষত সময়।

কালজয়ী বাগানের ফুলগুলো বুকের গভীরে আমি এঁকে নিতে চাই।
বারোয়ারী বাজারের লীলাবতী রজনীর মহামায়া টাকা আনা পাই
বাধা দেয় বারবার। আমাকে দিও না বাধা, বলেছি অনেক—
ক্যামেরাম্যানের হাতে দৃশ্যগুলো বন্দী আছে, ফুশফুশে চাই
দিগন্তবিস্তৃত হাওয়া। সাহসে মরচে ধরলে ফুটবে না তো পাতায় সবুজ
এখন সাহস চাই, বুকের তুলির টানে জাগুক সবুজ।

না, সে নেই আপাতত বুকের ক্যানভাসে নেই একনিষ্ঠ প্রেমিক আকাশ
সারাক্ষণ চৌকি দেয় শূর্পনখা অন্ধকার, বটের পাতার মতো নড়ে
চেনাজানা কতো মুখ। ক্ষুধার্ত চিৎকারে কাঁপে বাতাস, সময়
আমি কি সত্যিই পারবো কালজয়ী বাগানের ফুলগুলো ঠিক তুলে নিতে
ব্যাপক খরার দিনে? ঝাঁ ঝাঁ রোদে তেতে যায় বালু শিলা গাছ
বাধা দিলে শুনবো না, সময়কে শেষকথা দিয়েছি যে আজ।

আহারে, সূর্যটা যদি

বই পড়ে কেউ আজও সাঁতার শেখে নি। ডানাকাটা
পাখিগুলো সাধ নিয়ে উড়লো কবে সুনীল আকাশে ?
ঘোড়া থাকলেই সেনাপতি হতে যদি পারতো সব, দুনিয়ার হাল
পাল্‌টে যেতো বহুদিন আগাপাশতলা।
ঢেউ ঢেউ পানি
ভালোবাসা পেলে সব উল্‌টে পাল্‌টে দেওয়া যায়
সনাতন প্রতিমাও, চালচিত্রখানি।

ঝড়ে নৌকা ডুবে গেলে হায় হায় করে কেউ ঠেকাতে পারে না মৃত্যু
নিশ্চিত পতন
সাধ জাগলেই হতো যদি দাবানল, ইচ্ছায় জোয়ার
পুষ্পোদ্যানে যদি ফুটতো সকাল সন্ধ্যায় শুধু চৈতন্যের কবিতাকুসুম
আহারে, সূর্যটা যদি রাত না ফুরোতে আসতো বালিশের পাশে
বলতো ডেকে; ভাইজান, এই দ্যাখ চোখ মেলে, আমি সেই সতর্ক প্রহরী
বার্লিন-পতনে ছিলাম, এই তো সেদিন ছিলাম বিধ্বস্ত সায়গনে
আহারে, খাসাই হতো, কষ্ট কিছু লঘু হতো রাত্রি জাগরণে।

পাহাড়ে হেলান দিয়ে শত্রুর নিশানা জেনে তুমি কোন্ সেনাপতি লিখলে
কবিতার গান ? কলমের তীক্ষ্ণমুখে লিখেছিলে যুদ্ধের কবিতা,
জীবন-স্পন্দনে ? কারাগারে বন্দী হো তবে কি সে একই আবেগে
কবিতায় ফোটালে হৃদয় ? তোমরা কেউ বইপড়ে শিখলে না সাঁতার
তোমরা কেউ নিরাপদ সুখের সন্ধানে ধরলে না জনতা এক্সপ্রেস
বন্দুকের নলে আর কবিতা কেমন মিলে ডাক দিলো রক্তময় বান
কী এক আশ্চর্য প্রেমে পৃথিবীতে উড়লো শেষে তোমাদের হাতে ধরে
মুক্তির নিশান।

পৃথিবীর দিনগুলো ক্রমশ ডাগর হচ্ছে, হারানো আংটির তারা পেয়েছে তালাস
আমাদের সুখগুলো দুধের সরের মতো উনুনের কড়া আঁচে ক্রমে হয় পুরু

গাছের ছায়ারা নত, মাটিতে মাথাটা রেখে আলোর বন্দনা
কেমন সহজে করছে ; অসহায় ছায়াগুলো যন্ত্রণায় শরবিদ্ধ বাঘ
পালাবার জো তার নেই—
এভাবেই শেষ হবে দশাসই ধনতন্ত্র, এমন করেই।

বই পড়ে সাঁতার শেখে নি কেউ
কোন দেশে কোনো কালে বিপ্লবীর প্রাণ
পৃথিবীর দিনগুলো ক্রমশ ডাগর হচ্ছে
ভারতবর্ষ, আগামীতে কি দেবে প্রমাণ ?

নতজানু

আমাকে তোমরা সবাই নতজানু হতে বলো,
কার কাছে নতজানু হবো ?
তর্জনে গর্জনে বলো,
'নতজানু হও'
কার কাছে নতজানু হবো ?
শৈশব বলেনি আমায় কোনদিন কুয়াশা ছড়িয়ে
'নতজানু হও'
যৌবন বলেনি, তুই মাথা নুয়ে চলিস, মোহন
আকাশের আলো আজো কোনদিন বলে নাই
'নতজানু হও'
তবে কেন নতশির নতজানু হবো ?

আমার পবিত্র চোখে যেদিন নিয়েছি আমি পৃথিবীর আলো
সাহস খোদিত হলো, চমকে ওঠে কুচক্রীর দল
আমার বিশ্বাসী বুকে যেদিন নিয়েছি আমি
নিসর্গের সাবলীল ছন্দের বাতাস
স্বাধীনতা নদী হয়, ভাবনাহীন ঢেউগুলো মাতে
আমার পুষ্পিত স্বপ্নে নিরঙ্কুশ অমরতা, আষাঢ়ের মেঘ
মাটিকে জীবন দেয়
কেন আমি নতশির নতজানু হবো ?

একটি জীবন শুধু বারংবার কাছে এসে বলেছে আমায়
'বিকশিত হও'
একটি পবিত্র আলো অন্তঃপুরে এসে বলে,
'বিকশিত হও'
সমুদ্রের ঢেউগুলো, প্রাচীন বৃক্ষের পাতা ডাক দিয়ে বলে,
'বিকশিত হও'

রক্তের গভীরে জ্যোতি বসুধা দুলিয়ে বলে,
‘বিকশিত হও’।
শুধু জানি, নতজানু হতে পারি আমার পিতার কাছে
নির্দ্বিধায় আমি
নতজানু হতে পারি সবুজ ঘাসের কাছে, মমতার কাছে,
নতজানু হয়ে আছি স্নেহভর মার কাছে, নতজানু আছি
স্বাধীনতা, তোর কাছে—অমলিন মুখে
নতজানু নির্দ্বিধায় হতে পারি আমি।

আজানুলম্বিত ছায়া নখর শানিয়ে আছে, বন্দী করে
রক্তের মিছিল
দশমাস গর্ভে ধরে প্রসব করেছে ব্যথা আকুল জিজ্ঞাসা
মুক্তির সোনালী শস্যে রোমাঞ্চিত হয়ে যায় সারা মাঠ বহাল শরীর
ফলভারে নত দেখি সব চেনা গাছ
জুলুম সন্ত্রাস খুন কখনো কি এনে দেয় সমৃদ্ধ সমাজ ?
আমাকে তোমরা যারা নতজানু হতে বলো
আমি তার ছিটেফোঁটা মানেও বুঝিনা।

বন্ধুদের প্রতি

যে যন্ত্রণা তোর বুকে সে যন্ত্রণা এখন আমারো।
পুড়ে যাচ্ছি বল্গাহীন তৃষ্ণার আগুনে আমি, কারো
দয়া মায়া চাই নাকো ; ভালোবেসে যদি দাও এক অঁাজলা জল
বুক ভরে নিতে পারি।

আমার স্বপ্নকে ওরা লটকে দিতে চায়
কি করে তা হতে দিতে পারি ?
ওরা বলে, মুক্তি মানে পাপ
আমাকে পুড়িয়ে ওরা করতে চায় সুস্বাদু কাবাব।

বন্ধুগণ, আপনারাই বলুন দেখি ওকি হতে পারে ?
বললেই হলো, ওরা কেমন সদর্পে আজও আস্তিন গোটায়
কোমরে পিস্তল গোঁজে। সত্যি বলছি, বেহায়াদের দুকানই কাটা
সারিবদ্ধ প্রতিজ্ঞার কাছে পিস্তলের কোনো দাম নেই
তবুও ছিনাল সন্ধ্যা ফন্দি এঁটে নাগর জোটায়
সুরাপাত্রে উত্থানের ছবি দেখে হৈচৈ করে
স্বদেশ, তোমার ভূমি লম্পটের হাতে তুমি দেবে কোন্ সুখে ?

যে ইচ্ছা তোমার বুকে সে ইচ্ছা যে আমারো এখন
লাঞ্ছিত কৃষক আমি, ক্ষয়ে যাওয়া মধ্যবিত্ত আমি
ছাঁটাই মজুর আমি, শামিল হয়েছি দেখ সময়ের স্রোতে
প্রতিবাদে আমি আছি, প্রতিরোধে এই আছি, মিছিলের বুকে আছি
সময়ের স্রোতে।

রাজা যায় রাজা আসে, সাফাতো হলো না আজো কাঁটাভরা বন
অথচ সবাই জানি একটাই পথ আছে, প্রিয় বন্ধুগণ
আমাদের লটকে দেবে সে মুরোদ নেই আজো কারো
যে স্বপ্ন তোমার চোখে সে স্বপ্ন যে এখনো আমারো।

পাল্টে যাচ্ছি

পাল্টে যাচ্ছি, পাল্টে যাচ্ছি। দিন দিন কেবলই পাল্টাই।
শুধু কি আমিই পাল্টে গেছি ? আর কেউ নয় ?
সুখ স্বাদ ইচ্ছা স্বপ্ন সব কিছু পাল্টে দিলো বিক্ষত সময় ;
সময়ের পথ আঁকতে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছিলো কানু-ক্ষুদিরাম
সময়ের বাধা নাড়তে রক্ত ঢেলে দিয়েছিলো চামু-রতিরাম
সময়কে চমকে দিতে বিদ্রোহে ঝাণ্ডা তুলে বারবার জেগেছিল
লাঞ্ছিত মানুষ
সময়কে পাল্টে দিতে দিকে দিকে অগ্রগামী লড়াকু মানুষ।

হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে বন্দী হো চি মিন
লং মার্চের চীনসেনা দেখেছিলো বিজয়ের পথ
হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে ঝড় তুলে একদিন মহান্ লেনিন
তোলপাড় করেছিলো সময়ের পথ
শুধু কি আমিই পাল্টে গেছি ? পাল্টাচ্ছে না গেরস্তরা দুনিয়া তামাম
কুসুম ছিঁড়তো মনে যে পড়শী একজন, তাকেও তো মিছিলে দেখলাম

মুক্তিটা কুসুম নয়, হয়তো বা যুদ্ধশেষে তেমনি সুন্দর—
আমি বলতে পারবো না, জাতকের কাছে সেই মাতৃগর্ভ-অন্ধকার
মায়ের স্নেহের মতো প্রিয় ছিলো কিনা
দুঃখটা কি খরস্রোতা মাতলার মতন ?
সুখটা কি পাহাড়চুড়োর সূর্য ?
বলতে পারবো না।

শুধু জানি, পাল্টে যাচ্ছি, পাল্টাচ্ছে সময়
স্বপ্ন দেখা যায় বটে, বিজয়ের পথে হাঁটা ততো সোজা নয়।

হলপ্ করেই বলছি

হলপ্ করেই বলছি, রৌদ্রহীন গাছ তোকে পত্রহীন ডাল
আবার রৌদ্র ঢালবো, সবুজ পাতার সারি দোলাবো হাওয়ায়
দিনকে দিন বেড়ে উঠছি, পূর্ণিমার চিবুক ছোঁবই
হলপ্ করেই বলছি, ছাইছুট ভাঙাচোরা মজানদী-আশা
আবার তুলবো ঢেউ, জেগে উঠছে অবিনাশী দৃপ্ত ভালোবাসা
আমরাই গড়ে নিচ্ছি ত্রিভুবন সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত আলো
কোজাগরী মানবতা কোমলতা নিয়ে মাটি এখন রসালো।

নরকের মুখ আমি দেখিয়াছি। তাই হায় ইচ্ছে নেই কোনো
ইচ্ছে নেই ফিরে যাই নরকের কাঁটাবোনা দ্বারে
স্বর্গের সুদৃশ্য মুখ কোনদিন দেখি নাই। শোকহীন পুষ্পিত কানন
যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে শীতের সংসারে,
শিয়রে নরক যদি প্রতিরাতে ওঁত পাতে কি লাভ নরকে
মৃতলাশ দৃশ্যমান, আলোহীন ফুসফুস, জন্মের জগৎ
আমাকে বাঁচতে দাও, বসুন্ধরা, নীলাকাশ, ইচ্ছাটাকে বোনো
আমার বেদনা-বিদ্ধ গানগুলো পৃথিবীর মানুষেরা শোনো।

হলপ্ করেই বলছি গর্জমান অন্য ঢেউ আমাদের রক্তের ভিতরে
ফুঁসে উঠছে প্রতিবাদে ; নরকের ছায়া ঘেঁটে ভিখ্ মেগে অসম্ভব বাঁচা
ধুকপুক করে নয়, বিশ্বাসের ধনুকে টংকার
দিয়ে বলছি, ভালোবাসা, উল্টে দেবো সিংহাসন, মসনদ গালিচা
আবার আসছি আমরা বুকে এক ঝড় নিয়ে, চোখে নিয়ে ঘৃণা
একবার দেখতে চাই, মানবতা প্রেম প্রীতি বাঁচতে পারে কিনা—
হলপ্ করেই বলছি, শক্তি দাও ভালোবাসা, আমরা দেবো উপহার নরকে মরণ
আমাকে বাঁচতে দাও, বসুন্ধরা, নীলাকাশ, দেবো জাগরণ।

অসময়ের কবিতা

যেন এক মৃত্যু যেন সারাদেশে থমথম থমথম করে
বুকেতে ঘড়ির শব্দ যেন সব বন্ধ আছে। শোকপালনের
পরিবেশ পাতা আছে। খোলামাঠে বইছে শুধু শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ হাওয়া
দুদিন আগেও যাকে দেখেছি বিস্তর আলো নিয়ে ফিরতে ঘরে
চোখ তার নিবু নিবু, কিসে কী যে হোলো
পথে সেই রৌদ্র নেই, শুধু নড়ে ভয়ভয় ভয়ভয় ছায়া
যেন এক মৃত্যু যেন সারাদেশে থমথম থমথম করে
যেন এক পরাজয় অনিবার্যতায় মন্দভাগ্য নিয়ে
ডুবে গেল কালীদহে। দীর্ঘশ্বাস হাহাকার ডুকরে মরে হাওয়ায় হাওয়ায়…

একটি পিদিম জ্বেলে সারারাত জেগে আছি এই কালরাতে
আমাদের ভাবনাগুলো ছক কাটছে আরেকটা দিনের
নবজাতকের পাশে কালের আঁতুড় ঘরে দীপ জ্বলে কম্পনবিহীন
মনে বড়ো সাধ ছিলো, দেখে যাবো বীরত্বের মনীষার আকাঙ্ক্ষার আয়ত নয়ন
পিপাসার্ত আমি বড়ো, তৃষ্ণার্ত বুকের
যন্ত্রণা সয়েছি ঢের, যায় না তো দেখা
যাকে চাই প্রাণভরে, ঠিকানাটা তার
মৃত্যুর শীতল শয্যা ছুঁড়ে ফেলে জাগতে চায় যৌবন আমার।

বিশ্বাস করুন, সবাই, শুয়ে আছি আজও আমি শস্যহীন মাঠে
ঐতিহ্যের রোদ ছুঁয়ে সগর্বে বলছি আমি ষাট কোটি মহান্ জনতা
নবান্ন ফোটাবো ঘরে। বেহিসেবী চাষে
আকাল অনেক হোলো। সাজানো দোকানে আছে খোয়াবী সানাই
নিষ্প্রদীপ চতুর্ধার, শ্বাসকষ্ট মনে হয়, বুকে চাপচাপ
যন্ত্রণার জ্বালা, ইস্, একজোড়া লাথি যদি মারতে পারি মৃত্যুর কপালে
জীবন বাঁচানো যেতো। প্রদীপ এখনো জ্বলছে জাতকের পাশে।

ক্ষতচিহ্ন সারা গায়ে

মানতে পারছি না তোর সীমাহীন যথেচ্ছচারিতা।
তাজা তাজা বুলেটের আমরা কেউ অনুগত নই।
সার্থক জনম আমি বলবো সেইদিন
যখন দেখবে না কেউ উদ্যত সঙীন।

ক্ষতচিহ্ন সারা গায়ে ; আমি কি বলতে পারি ঘাতক প্রেমিক ?
ছুঁড়ে দিই ঘৃণা
কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচতে চাইছে প্রতিদিন
জীবনচেতনা
পবিত্রইচ্ছায় জানি সার্থকতা করে না প্রসব
না সে এক দক্ষ সেনাপতি
অহংকারী, দেখে যারে, আমরা আলোর মতো গেলাম ছড়িয়ে
আমাদের বোধগুলি নতুন স্থপতি।

দিনকে দিন বাড়ছে ক্ষোভ ; ঝেড়েঝুড়ে ফেলছে অপমান
সম্মিলিত বোধ
পীড়িত মনের জ্বালা তৈরি করছে দেশময়
ক্ষমাহীন ক্রোধ
প্রিয়তম ইচ্ছাগুলি নতুন দিগন্ত চায়, কে দেবে তা তুলে ?
জমাট রক্তের দাগ পারিনি মুছতে আজো
এ দশ আঙুলে।

ছটাক জীবন নিয়ে কতোকাল বাঁচা যায় ?
টিঁকে থাকা সে তো হলো ভার
কঙ্কাল রাতের চোখে দয়া মায়া কিছু নেই
এখন প্রশ্নটা শুধু মিলিত বাঁচার।

প্রিয়তমা

কখনো বা মনে হয় জীবনের মতো আর উজ্জ্বল আকাশ নেই
তোমার দৃষ্টির মতো অন্য কোনো নদী নেই, প্রিয়তমা—
বাসনার মতো ঢেউ সর্বাঙ্গ দোলায়
প্রিয়তমা, শস্তচোয়াল দুপুরের মতো এমন মুহূর্ত নেই পুরুষ্ট সাহসী
ভাবনা কিসের এতো ?   কামান গর্জন করে, পক্ষভুক্ত ছায়া ও আলোক।

প্রিয়তমা, বিজয়ের মতো আর কিছু নেই প্রিয়তমা
ছক কাটছে রাত্রিদিন শত্রুতামূলক
যে কটা ঝরেছে তারা, যে কটা ফুটেছে ফুল, প্রিয়তমা তার
বুকে লেখা—'ভালোবাসি তোমাকে পৃথিবী'
ভালোবাসা ছাড়া আর দ্বিতীয় ভুবন নেই, তাই
তোমার দৃষ্টির কাছে আমার হৃদয় নিয়ে নত হতে চাই।

ভুষোকালি লেপা আছে আকাশের নক্ষত্র-অক্ষরে
যে-নাম অঙ্কিত আছে তার নাম তুমি
মাটির নরম বুকে ঘাসের সবুজ পথে যে গান মুখর
তার নাম তুমি
সঙীনের ঔদ্ধত্যের প্রতিপক্ষে যে সাহস জাগে
তার নাম তুমি
লাঞ্ছিতের বেদনায় উৎসারিত যে-মমতা জাগে
তার নাম তুমি

বিশাল আকাশ জাগে শ্রমজীবী মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড জুড়ে
নোঙর খুলেছে সেই হতাশার মগ্নতরী সমৃদ্ধির জলে
ক্ষতবিক্ষত হৃদয় বোঝে পালে বয় অনুকূল হাওয়া
তোমার পরশ শুধু অগ্রগতি বলে
বিনিময় করি এসো হৃদয়ভাবনা। দৃষ্টি আমাদের ভাষা
প্রিয়তমা, জেগে আছে তোমার আনন্দ আর মগ্ন ভালোবাসা।

মহাজীবন

মহাজীবন, শোনো, আরও কিছু কাব্য চাই উজ্জ্বল কলম
গদ্যময় পোড়াদেশে আরও কিছু ফুল চাই, উত্তাপ আবেগ
কাব্যের মরণ নেই, ছুটি দিতে রাজী নই, কেননা ঘাতক
ছত্রখান করে দিলো আমাদের অর্জিত ফসল ;
স্মৃতি শুধু বেদনার, বেদনায় লেপ্টে আছে বুক মাটি ঘাস
কবিতা, আমার স্বদেশে এখন দারুণ সর্বনাশ।

মহাজীবন, দ্যাখো, স্নেহ নেই প্রেম নেই শুখারুখা জমি
অরণ্যের অন্ধকার ছেয়ে দিলো সম্ভাবিত হৃদয়-তরণী
দুঃস্বপ্ন গভীরে জ্বলছে কৃষ্ণচূড়া শিমুল অশোক
অত্যাচার লোলজিহ্বা কৃপাণে কৃপাণে বাঁধে উন্মত্তের সেতু
এই পোড়া অগ্নিঘরে উড়বে কবে শতাব্দীর বিপ্লবের কেতু ?

খসখসে শুকনো পাতা পথপ্রান্তে জমা আছে বিপন্ন জীবন
ফ্যাসীবাদী ঘাতকের দুইচোখে বিষ
এদেশে ছড়িয়ে আছে ক্ষুধা, লোভ, আত্মহত্যা মড়ক প্লাবন
আয় রুদ্র মহাকাল, জীবন-সহিস
শবযাত্রা বয়ে বয়ে কোথা যাস ?   কাঁধ হলো ভার
মাঠে মাঠে বিপন্নতা, করজোড়ে মুক্তি নেই, কবিতা আমার।

কালপুরুষ

দেখে নিয়ো, কালপুরুষ
এক পা এক পা করে পাহাড় পর্বত নদী খাল বিল জলা
চড়াই উৎরাই সব পার হয়ে যাবো
মাটির উত্তাপ নিয়ে ঘাসের শিশির নিয়ে আকাশের নীলবর্ণ নিয়ে
দেখে নিয়ো, বসুন্ধরা, তোমাকে ছুঁয়েই
পতপত পতাকা ওড়াবো
দেখে নিয়ো, চোখ খুলে দামাল গল্পের তোড় ফোটাবো এবার
বাঁচার বাতাস নিয়ে ফুসফুস ধুয়ে দেবো, রক্ত দিয়ে তাজা করবো
তোমার আমার
পায়ে চলা পথ।
বুকের সিন্দুকে রাখছি সাতমানিক সাহসের চুনি পান্না হীরে
এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেছি আমি, অনুভব, প্রেম আশা
আমাকেই ঘিরে
নতুন যুগের আলো বুক ভরে নিতে চায় ; শূন্য সব ঘট
আমাকেই যেতে হবে, আসুক আসুক যতো বুটের দাপট।

দেখে নিয়ো বনস্পতি প্রাণ,
অগ্রগতি পায়ে বাধা, চক্ষে আঁকা দুর্নিবার বাঁধভাঙা আলো
বুকের পাঁজরে আছে দুর্বিনীত প্রচণ্ডতা, ক্ষমাহীন আক্রমণকারী
কাঁহাতক মার খাবো তিলতিল তিলতিল ? ফুঁসে উঠছে ক্ষ্যাপা মানবতা—
শক্তি দাও, কালপুরুষ, জয়ের শীর্ষে আমি পত্‌পত্‌ পতাকা ওড়াবো।
মাটি ছুঁয়ে জল ছুঁয়ে অগ্নি ছুঁয়ে বলছি আকাশ
সাইক্লোনে যদি হও উন্মত্ত পাগল
তবু আমি দানবের পতন ঘটাবো।

শামুকের খোলে কাটে

টালির উপরে সেই হলুদ পাখিটা, শুধু নিজমনে নড়ে চড়ে শুধু।
বিশমন পাথরে বোঝা হয়ে বুকে
রোজ হাঁটি গেঁয়ো পথে। রাশীকৃত স্মৃতি জমে, কঙ্কাল করোটি,
ডাঁই করা আবর্জনা। ফেলে দিলে বর্তে যাই, বুকে চিহ্ন নেই
গন্ধরাজ লেবুর গন্ধ, বাসমতী চালের স্বাদ, কিছু নেই ঘরে
শামুকের খোলে কাটে আজন্মলালিত স্বপ্ন, শুঁয়োপোকা উড়ে এসে পড়ে।

ব্যথা হলে মাঝে মাঝে মা আমার বুকে পিঠে মাখাতেন পুরাতন ঘি
খেলতে গিয়ে মচকে গেলে হাত-পা কখনো;
চুন হলুদ লাগাতেন মা
কনকনে শীত পড়লে নক্সীকরা কাঁথার জোগান
তিনিই দিতেন
হাত পা ধোবার জন্য উনুনে চাপিয়ে তিনি শুধোতেন হররোজ নানান খবর
চাকুরী পেলাম কিনা বোনের সম্বন্ধ ঠিক হলো কিনা, পাড়ায় পাড়ায়
হামলা আর কতো হবে, কারখানা খুলবে কিনা এমন কতো কি।
বটের পাতায় হাওয়া ঝিরঝির শব্দ করে, নিম্নরক্তচাপে
ঝিমঝিম করে দেহ, মাগো, চক্ষে কালোপর্দা টাঙানো সবার
যৌবনের পালাগান সেই কবে শেষ হলো, পর্দা শুধু নড়ে
শামুকের খোলে কাটে আজন্মলালিত স্বপ্ন, শুঁয়োপোকা উড়ে এসে পড়ে।

সময় ঘুরছে শুধু গ্রামাফোন রেকর্ডের মতো
অশ্রু বাষ্প হয়ে যাচ্ছে হিটারের তাপে
শুঁয়োপোকা জ্বালা দেয়, হাজার বৃশ্চিক
মেঘ শুধু রূপজীবী প্রসাধনে ইতস্তত ঘোরে
বুকের বেতারকেন্দ্রে বেজে যায় শোকের মূর্চ্ছনা
ইতিহাস পাতা কাটে, উই কাটে আমাদের নিত্যকর্ম দৌলতঘরানা।

হৃদয়, সমুদ্র হও। সমুদ্রের ঢেউ ঢেউ ছবি
হৃদয়, উজ্জ্বল হও। পর্বতের সব চুড়ো পার হয়ে যাই
জীবন, সুফলা হও। বুকের খামারে রাখি শুধু অনুভব
বসন্ত, পুষ্পিত হও। আকালের দেশে আনো জীয়ন পরব।

শামুকের খোলে কাটে আজন্মলালিত স্বপ্ন, শুঁয়োপোকা উড়ে এসে পড়ে।

মাটি ছুঁয়ে

আ মরি সোহাগী দেশ
মঙ্গলকুলোয় যেন সারা মাঠ বুকে তুলছে ধান
হে সবুজ শিল্পিবৃন্দ, চেয়ে দ্যাখো রচনা তোমার
কী গভীর মমতায় বাঁচে। এই বুক বুকের ভেতর
নয়নাভিরাম আশা। পিপাসার ঋতুগুলো বিড়ম্বিত তাই
শরীরের ভাঁজে ভাঁজে আরেক পিপাসা জাগে, জন্ম দিতে চাই।

অঘ্রাণ, মায়ের দুধ, সোনালী ফসল, আহা, গানে গানে মাটি
ছিন্ন ভিন্ন বুকে দেবে নয়নজুড়ানো আশা, স্বপ্ন পরিপাটি
আলোর জীবনীপাঠ করে রোজ পদানত দিন
অস্তাচলে ডুব দেবে মৃতপ্রায় হিংস্রতার ছায়া
জাতসাপে প্রেম নেই, পাবে নাকি হেমন্তের পহেলী দাওয়াত
বিক্ষত সময় বলে, বিজয়ের অন্য নাম আলোকসম্পাত।

মঙ্গলকুলোয় যেন সারা মাঠ সারা দেশ বুকে তুলছে ধান
হে শস্যশিল্পীরা দ্যাখো, কলের মজুর শোনো, রক্ত পরিমাণ
উজ্জ্বলতা মিশে আছে লড়াকু পেশীতে।
রক্তে কালবোশেখির ঝড়—
জন্ম নেবে ঘরে ঘরে আরেক প্রভাত—সম্ভাবনাময় দৃশ্যে
আমি খুঁজি তোমাদের। প্রিয়তম গানে আমি তাই
মাটি ছুঁয়ে জীবনের পিপাসার আলোকের জন্ম দিতে চাই।

রাজ্যেশ্বরী

'জলে গেছে জমি জমা'—শুনেছি কেবল তার হারানোর করুণ কাহিনী ;
কিছু খায় উগ্র নদী, কিছু খায় নচ্ছার মোড়ল
বন্ধকের ভুঁই আর মহাজনী হাত থেকে ফেরৎ আসেনি
এখন আকাশ যেন অশ্রুর নয়ন
থাকলে রাজ্যেশ্বরী-ই হতো, বর্তমানে ছায়া শুধু ছায়া প্রসারিত
নিড়ুনীটা হাতে নিয়ে মাঠে যায় ভোরবেলা
সর্বনাশ এক শোক-বুকেতে আপ্লুত।

ক্ষমাহীন এক ক্ষুধা বর্শার ফলক তুলে জেগে আছে ইদানীং সময়ের বুকে
দশহাতে লুটেপুটে গঞ্জগ্রাম খুবলে খাচ্ছে একচেটে পুঁজি
ক্ষয়ের শরীরে ক্ষত দগদগে জ্বালা নিয়ে পচনের সঙ্কেত জানায়
মরমীয়া অনুভূতি শুধু খোঁজে পথ ঘাট, দুখেল আকাশ
নেভাচুল্লী বুক যার তার কাছে আলোকের দুইচোখ নেই
ঝোড়ো রাতে শোকেতাপে যে চোখ সান্ত্বনা দিতে ডাকে
সর্বস্ব খুইয়ে কাঁদে রাজ্যেশ্বরী খেতমজুর ; ত্রিভুবন অন্ধকারে ঢাকে।

সময়ের ওঠানামা রোদবৃষ্টি বুকে ধরে হেঁটে যায় রাজ্যশ্বরী খেতের মানুষী
কাছের মানুষও নেই যার চোখে খুঁজতো রোজ গভীর সান্ত্বনা
পেটের ছেলেটা সেই আকালের ঝাঁ ঝাঁ রোদে বোঁটা ছিঁড়ে যায়
হাসিলের জমি সব খোয়া গেছে বাপে দেয়া বালার মতন
বুকের আকাশ তার অশ্রুর নয়ন হয়ে শিশিরের বৃষ্টি ঝরায়
'ক্ষয় থেকে জয় আনো' দেশোয়ালী রোদ শুধু আহ্বান জানায়।

তাকাও দুচোখ মেলে, রাজ্যেশ্বরী, এ বাংলার রাজ্যেশ্বরী, ক্ষয়ের মানুষী
তুমিতো ক্ষয়ের রাজ্যে শুধু একা নও
সাততরঙ্গ বেদনার গর্ভ থেকে যদি জাগে প্রাণ—এবং উজ্জ্বল দিন এবং ফসল

শোষিতের মানচিত্রে যদি ফোটে আলো
উগ্র নদী মজে যাবে, নচ্ছার মোড়ল হবে দেখে নিয়ো শ্মশানের ছাই
বেঁচে যদি থাকো রণে, দেখে যাবে শান্তিপর্বে আরেক সময়
যে হাত ফসল বোনে সেই হাতই এনে দেবে বুকের বিজয়।

জোয়ারের স্বাদ

জীবনের বারোআনা কাটিয়ে দিলেন কিন্তু ছায়াচ্ছন্ন সাবেকি চত্বরে।
হলুদ সাংবাদিকতায় মন ভরতো না আপনার, তবু বহুদিন
আটকে ছিলেন। ফ্যাসীবাদী আক্রমণে বিশ্বযুদ্ধে মন্বন্তরে দেশ ব'নে যায়
ঝরাপাতা গাছের মতন। রক্ত অশ্রু হাহাকার সারি সারি মৃত্যুর মিছিল
সেও আপনি দেখলেন নিজেই। তেলেঙ্গানা বুধাখালি পাঠালো খবর
সাড়া দিলেন না তাতে। বাধাটা কোথায় ছিলো বলুন তাহলে ?
আপনি কি মোহিতবাবু নিজেই নিজের বাধা আদতে ছিলেন ?

হ্যাঁ, অনেক দৃশ্যের পরে মোহিত মৈত্র শেষে সড়ক পাল্‌টালেন।
পরিবর্তন হয়তো আসে এমনি করেই
মননে, আবেগে। গুমোট দুপুর শেষে যেমন বিকেলে আসে ঝড়, বৃষ্টিপাত ;
মোহিতবাবুর চোখে হয়তো সেদিনই হলো সময়ের আলোকসম্পাত।

ক্ষয়িত সূর্যের বুকে এভাবেই জাগে বুঝি সমৃদ্ধির চেতনা, জীবন
মোহিতদা চলে যান বাগবাজার স্ট্রীট হতে হিতৈষীর ঘরে
গলায় ক্যানসার তাঁর, তবু বেপরোয়া
ক্যানসার পারে না খেতে সময়ের সোনার ফসল—জানতেন বলেই
জীবনের ভালোবাসা ঢেলে দেন হিতৈষীর প্রতিটি অক্ষরে।

এই দেশে দীর্ঘকাল বয়ে যাচ্ছে শ্রেণীযুদ্ধ, বীররক্তে গরবিনী মাটি
বিদ্রোহে বিদ্রোহে উড়লো প্রাণের পতাকা
আন্দোলনে কাঁপে পথ, শোষণের ফাঁসে আটকায় কোটি কোটি জনগণ ;
মোহিতদা তুলে নেন নিজের কলমে সেই বুকজোড়া ভাষা
মজুরের মুঠো থেকে, চাষিদের চোখ থেকে, লিখে যান পাতায় পাতায়
সংগ্রাম, মুক্তির ছবি ; শোষণের ইতিহাস শুধু চমকায় ;
গলায় ক্যানসার তাঁর, বেপরোয়া তবু তিনি, শুনতে পান ধ্বনি
জোয়ারের স্বাদ মেখে মোহিতদা হেঁটে যান বাগবাজার স্ট্রীট থেকে
লেনিন সরণী।

বাঘ

সব বাঘ বাঘ নয় কেউ কেউ ছিনাথ বউরূপী
কেউ কেউ ভয়ে ডরে উল্‌টে দেন লণ্ঠন কি কুপি
সব আশা আশা নয় কীর্তিনাশা জলে ভাসে, সে তো ভেসে যায়
সব চোখ চোখ নয়, কিছু কিছু চোখ অাঁটে ছল চুপি চুপি।
তুমি কার সঙ্গে যাবে? তেঁতুল পাতার মতো সংশয় ছড়ানো
পরাজয় পদে পদে। ফাঁদ পাতে ভুবনমোহিনী
রত্নগর্ভা ধরিত্রীর চক্ষে দেখি কোমলতা গল্পুয়ের টানে
জোয়ারের তীব্র বেগ। হে সময় সামনে তোর কুটিল তর্জনী।

'সোজা রবো' বলা সোজা। রক্তহীন মজ্জাহীন মেরুদণ্ড বাঁকে
শীতের চুম্বনে হিম বেদনায় চনমনে জ্বালা
'পথ পাবো' বলা সোজা; কোন্ পথ? চৌরাস্তার গোলকধাঁধায়
দৃষ্টি যেন ঝাপ্‌সা হয়। লতায় পাতায় এক দুর্বলতা ভয়ভয় ভাব
নেপথ্যে সবার বুকে। বক্ষলগ্ন হয়ে আছে আঁতুড় স্বভাব—
ধনুকে টংকার দেবো, ইচ্ছে সেই কতোকাল, পারি না তো দিতে
মনে হয় বাঘ যেন তাড়া করে অহরহ, কাঁপ লাগে মধ্যবিত্ত নড়বড়ে ভিতে

আমাদের রক্তে রক্তে চলমান অনাসক্ত গেরস্ত ঘরানা
ভূমিকম্পে বড়ো ভয়। সাজানো মঞ্চেতে গাই সুযোগ পেলেই
দ্বিধাহীন ইনকিলাবী গান। ঝুঁকি নিতে অনভ্যস্ত, অথচ আমরাই
পরাজয়, অশ্রু, শোক মুছে ফেলে একদিন প্রত্যাসন্ন ঝড়ের খেলায়
মেতে যাবো। মহাকাল তিস্তরণে নিয়ে যাবে দুর্বিনীত টানে;
বাঁচবার সাধ বড়ো, হয়তো তখন
ঘর পেতে ঘর ছেড়ে মাতবো সবাই এক উজ্জীবিত গানে।

মাটিকেই আঁকড়ে আছি

পালিয়ে বাঁচবো না বলো বেশি করে আঁকড়ে ধরি মাটি।
বিষাদ কেবল বলে 'ছি ছি তোর ভণ্ডুল জীবন
দম আটকে মরে যাবি। দুঃখ তোকে ফাঁস দেবে ; গালভরা কথা
ভরাবে না পেট, বুক।' স্বস্তিশান্তি হয়েছে উধাও—
সুখতারা জ্বলছে আকাশে, সুখ নেই মাটিতে ছটাক।

শিউরে উঠছে সেই মমতার গল্পগুলো, স্বপ্নময় মঞ্চের নাটক।
সশস্ত্র হামলা করে যুক্তিহীন হিংস্র বোধগুলি—
সম্ভবত যুক্তি এই, 'বাধা দিলে বধ হবি ; অতএব, আত্মসমর্পণ
একমাত্র মুক্তির উপায়। ভবিষ্যত বিশবাঁও জলে
ফলে, জপো ইষ্টনাম, পালাও কৌশলে।'

মৃত্যুর করুণ দৃশ্যে চোখে জল আসতে পারে ; আসলে চৌচির
মানবতা, মনুষ্যত্ব ; শীতের চাবুকে নেই জীবনের মধু
'বাঁচতে চাই, বাঁচতে দাও'-এ আওয়াজ ভেঙে দিচ্ছে পুরোনো পাঁচিল,
রোমাঞ্চ জেগেছে প্রাণে ; কারণ, দেখছি আমি যুগের চলায়
আবহমানের গান ;

অন্ধকার জব্দ হয় গর্জানো মানুষ
বিশ্বাসের ফল ফলে, মাটির গভীরে যায় বোধের শেকড়।
পালাবার ডাকে তাই কখনো দিই না সাড়া চকমকি ঠোঁটে
মাটিকেই আঁকড়ে আছি জন্মাবধি
কিছু গান জীবনের ঘরে নিয়ে আসি।

নিভন্ত দীপের সামনে

আকাঙ্ক্ষার দীপগুলো নিভে যাচ্ছে।   জ্বালাতে কি পারো ?
খাঁ খাঁ মাটি।   কে আছো গো, বৃষ্টি ঢালতে পারো ?
কাঁদে বউ।   বুক ফাটা আর্তনাদে চৌচির আকাশ
'সরমা কাঁদছো কেন ?'   কান্না ওর কে থামাতে পারো ?

উঃ কী দুঃসহ রাত, এখনো জীবনে তাকে ভুলতে পারি না।
কি করে ভুলতে পারি ঘাতকের মুখ ?
কি করে ভুলতে পারি নাড়ীছেঁড়া ঘরের অসুখ
রক্তমাখা রাতটাকে আজও আমি সইতে পারি না।

বলেছিলো অনিমেষ, 'মাগো যাই, ডাক আসে ডিঙিয়ে দুয়ার
ঠিক তুমি দেখে নিও কাঠালিচাঁপার রোদ জুড়োবে জীবন
মাগো যাই, ডাক আসে বুক দরিয়ার
আথালি পাথালি ঢেউ : অস্ত্র হাতে জ্বলজ্বলে ধূমসো দুশমন'

খোকার সকল কথা আজ আমি সব গেঁথে রাখি।
তোমরা আমাকে কেউ কাঁদাতে কি পারো ?
ভালোবাসা চলে গেলে মজে যায় নদী
যন্ত্রণা কেবল বলছে ঃ শত্রুকে সংহারো।

কে কোথায় আছো সব শোকেতাপে আলোড়িত পুত্রহারা পিতা
তোমারা কি কেবলই কাঁদবে আলুথালু বুকখালি সন্তান-জননী
পুত্রহন্তা ছাড় পাবে ?   সইবে কি প্রতিরাত্রে দানব-তর্জনী ?
ভাঙতে দেবে কি আরো আমাদের ঘর ?
লুট করে কেন নেবে বুকের ফসল ?
ক্রোধে ফোঁসে গর্জমান দেশোয়ালী মেঘ
কেন কাড়তে দেবো আমরা বুকের সম্বল ?

নিভন্ত দীপের সামনে এখনো দাঁড়িয়ে আছে স্নেহাতুর কালের হৃদয়
রক্তাক্ত হৃদয় বলছে, আর তো পারিনে সইতে নেকড়ের থাবা
একটা তো বিহিত চাই, পারবো না জোগাতে কেন কাঠ খড় মাটি
একতরফা বইবে কেন এলোমেলো হাওয়া
থাকে যদি প্রাণ তোর টিপে ধর টুঁটি—
পুত্রহন্তা পাবে কেন ছাড় ?
বুকে জ্বলছে প্রতিশোধ, প্রতিবাদে গমগম হৃদয় সবার।

বুকখালি হলে পর কাকে নিয়ে বাঁচি
শত্রুবধে হবো আমি নিজেই দধীচি।

জন্ম

আরেকটা দিনের জন্ম হলো।
জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে যারা কোমর বেঁধেছিল, তারা ঠেকাতে পারলো না
এই জন্মকে। তখন দুধে-সাদা-মেঘ নীলছোপ আকাশটার গায়ে
লেপ্‌টে ছিল। মথুর হুঁকো সাজাচ্ছিল। আগুন ওঠানামা করছিল ফুঁ-এ।

ভোরের ঘটনাটা সংক্ষেপে হলো এই ঃ
সালটা বাহাত্তর। মথুর দখলী চাষী। খাস জমি চষাখোঁড়া করে।
কারণ জানে না কেন তাকে হুমকি দেয় ডজন যুবক
পাইপগান নিয়ে। মথুর চমকে চায় আকাশের দিকে।
লাঙলের ফলা যেন বুকের মায়ায় মাখা, কাস্তেটা সোহাগে অথই।
মথুর জানে না কেন ডজন যুবক কেন হামলা করে মাঠে
মমতার ধান করে লুঠ।

বেচারাম স্বাধীনতা, কে তোকে কে সঁপে দিলো লুঠেরার হাতে!
মনে পড়ে মথুরের ঃ
গতরাতে জোছনা ওঠে নি। মিশমিশে ঘন অন্ধকারে
হাঁটছিল পাইপগান পিস্তল ভোজালি নিয়ে বাহাত্তর সাল।
গতকাল রোদ্দুর ওঠে নি। ঝড়োহাওয়া কালোমেঘ
ঢেকেছিল মানুষের স্বাধীনতা, ইচ্ছার আকাশ।

মথুর বোঝে নি খুঁটিনাটি। ভেবেছিল পিস্তলের ব্যাপার-স্যাপার
শহরের কেতা। ফসল বুনেছে সে। কাটবে ফসল। কিন্তু একী
ডজন যুবক কেন কেড়ে নেয় মথুরের বুকের ফসল?

বলতে বাধা নেই, বাধা দিয়েছিলো সেও। পারে নি ঠেকাতে। ব্লাডব্যাংকে নয়
ফসলের মাঠেই সে রক্ত দিয়েছিল। আর রক্ত দিতে দিতে
মথুরের গোঁয়োমনটায় বিদ্যুৎ ঝলকালো। আরেকটা নতুন দিন
জন্ম নিল তার বোধে, বুক জুড়ে তার।

বড়োর পীরিতি

ঢাল নেই, তলোয়ার নেই।   নিধিরাম তবুও সর্দার।
তাকেই আমাকে রোজ ফুল দিতে হবে ?
যে বলবে রূপোর গাছ সাজাচ্ছি দ্যাখ্‌রে সব সোনার ডালিম
পায়েতে নূপুর বেঁধে আজ তারি জয় গাইতে হবে ?

বড়োর পীরিতি খুঁজে কে বা কবে মিটিয়েছে আশ ?
ভালোবাসা হীনতায় কে বাঁচতে চায় ?
খালিপেটে প্রেম ধর্ম বাসা বাঁধে নাকি ?
হিসেবে কাহিল হলে গণেশও ওল্‌টায়।

ফুটো নায়ে কে কে হোস মাতলা নদী পার ?
শ্যামের বাঁশির শব্দে আনচান করতে পারে গোয়ালিনী রাই ?
নরম পালঙ্কে শুয়ে রাজকন্যে রাক্‌খোসেরে বেসেছিলো ভালো ?
লখাই কি গেয়েছিলো প্রাণঘাতী পদ্মার সাফাই ?

লণ্ঠনের আলো কবে ধরেছিলো বিজুরীর জ্বালা—
বোম্বেটে গলায় তবে দিবি কেন দিবি তুই প্রেমফুলমালা ?

সুভদ্রাকে

পেটে যে রে তুই ধরলি কী এক ছেলে
বড়ো না হতেই দস্যি হয়েছে
কপালে যে তার আর কি রয়েছে
ভেবে হই কুল, বলে বিলকুল
পাল্‌টাবো মুখ দুনিয়ার
সুভদ্রা, তোর দস্যিটা পচে জেলে।

নির্ঘুম রজনী কতো যে কাটালি তুই
ভেবে ভেবে আমি অথই সাগর ছুঁই
এতটুকু ছেলে ভয়ডর নেই
বেমানান এই দেশে
গুলি খেয়ে, আহা, মরবে ছেলেটা শেষে।
সুভদ্রা, তোর দস্যিটা পচে জেলে।

সুভদ্রা, দ্যাখ্, জনকল্লোলে ভরে গেছে ময়দান
ছেলেটাকে রাখে চোখে চোখে শয়তান
ছেলে তোর বলি, বড়ো বেয়াদপ্‌
বলে, 'নেই ক্ষমা'
রক্তবাবুদ কতো তার বুকে জমা?
সুভদ্রা, তোর দস্যিটা পচে জেলে।

কী যে তোকে বলি কী করে বোঝাই তোকে
কেন মিছেমিছি ভেঙে পড়ছিস শোকে
খোকারা যে তোর সময় বুনছে
ভাঙছে পাহাড়, ধুমসো পাহাড় যতো
দুই চোখ মেলে দ্যাখ্ মা অন্তত—
সুভদ্রা, তোর দস্যিটা পচে জেলে।

সোলেমান চাচা

নিড়ানোটা শেষ হলে কিছু কথা বলে যেও সোলেমান চাচা।
আমরা কেউ পুরাতন পৌরাণিক নই, বেঁচে আছি আধখানা বাঁচা
কেঁচরের মূলধন সব তুমি ঢেলে দিলে কী আশায়, সেই
ভাত কাপড় জোটে না তেমন। বাঁচবো বল্লেই
আগের ধরনে সেই বাঁচা হলো দায়
সুখগুলো ভোর থেকে হাত নেড়ে শুধু বলে, হে বন্ধু বিদায়।

গোহালে ঘুঁটের ধোঁয়া পাক খায়, শতবার পাকায় কুণ্ডলী,
ওহে বুড়্হা সোলেমান চাচা
কালোমেঘ পাতাগুলি আবছায়া জ্যোৎস্নায় চিক চিক করে,
'দাদনের পরে আর কতো দানা উঠবে বলো গোলার ভিতরে?'
অথচ তোমার আশা যেন এক পরিচ্ছন্ন মাটির দেয়াল,
আয়ত চক্ষুর মতো গভীরতা নিল।
ভাবছো তুমি, বেশ হবে, খাসা
আবার সুখের মুখ দেখে ইশ্ জুড়োবে দুচোখ, কাটলে সর্বনাশা—
'তবে তাই হোক'
মাঠে মাঠে জমে আছে নেওরের মতো হায়
আলুথালু শোক।

চাচা, তুমি ভেবেছিলে আকাশ পাতাল কতো,
বুকজোড়া নীল নীল সুনীল আকাশ
ভেবেছিলে শুধু এক রূপবতী আশা নিয়ে বুঝতে পারবে ঘোর সর্বনাশ
ঘরের দেয়াল দেবে, গতসনে পড়ে গেছে ঝোড়ো-কাক-চাল
এবার কি হলুদ খড়ে চমকে উঠবে অকস্মাৎ প্রসন্ন সকাল?
চারাপুঁতে দেবে লাউ কিংবা পুঁই উঠোনের কোণে
পৌষ এসে বলে যাবে, 'সোলেমান! সোলেমান! ভুলে যারে যা ছিল
শ্রাবণে'।

নাতি এসে বসবে পাশে, বলবে হয়তো রঙ বেরঙ কথা
বুকের গভীরে চাচা তখনও কি শুনতে পাবে স্মৃতি-মুখরতা ?
ভাবলেও ভাবতে পারো, রহম এবার হলো, ধরতে পারবে সময়ের সীমা
যখন যন্ত্রণা, চাচা, রূপসী ভাবনা ধরে প্রাণের প্রতিমা।
কি করে বোঝাই তোমায়, সোলেমান চাচা
সময় বেয়াড়া ভারি, আমাদের বাঁচা সে তো আধখানা বাঁচা।